শিশুদের
Acute Kidney Injury
কারণ ও করণীয়

দৈনন্দিন জীবনে অনেক সময় হঠাৎকরেই নানা অসুবিধা কিংবা অসুখ বিসুখে পড়ে আমাদের স্বাভাবিক কাজকর্ম করতে পারি না । তেমনি আমাদের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গও ঠিক একই ভাবে বাধাগ্রস্থ হতে পারে। এমনি ভাবে আমাদের কিডনী যদি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে কাজ করতে না পারে,তাহলে আমারা তাকে ডাক্তারী ভাষায় Acute Kidney Injury বলে থাকি।আগে এটাকেই Acute renal failure বলা হত। কিডনী আমাদের শরীরের সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গগুলোর মধ্যে অন্যতম।আমরা যা কিছু খায় তা খাদ্য হোক কিংবা ওষুধ;সেটা থেকে যে বর্জ্য পদার্থ তৈরি হয় তার বেশীরভাগ অংশই প্রস্রাবের মাধ্যমে শরীর থেকে নির্গত হয়। এ কারনেই কি কি করলে আমাদের কিডনী ক্ষতিগ্রস্থ হয় তা জেনে সে গুলো থেকে দূরে থাকাই ভালো। কারণ কিডনী একবার ক্ষতিগ্রস্থ হলে ধীরে ধীরে তার কার্যক্ষমতা কমে বিকল হয়ে যেতে পারে।

কারনঃ

যেসব কারণে Acute Kidney Injury হয়ে থাকে সেগুলোকে ৩ ভাগে বিভক্ত করা হয়। যথাঃ

(১) Pre-Renal (২) Renal এবং (৩) Post-Renal

Pre-Renal কারণের মধ্যেঃ ডায়রিয়া, রক্তপাত, শক, নেফ্রোটিক সিন্ড্রোম, লিভার ও হার্ট ফেইলিউর গুরুত্ব পূর্ণ ।

Renal কারণের মধ্যেঃ

Renal Vessel Obstruction, AGN Vasculitis, Acute Tubular Necrosis etc.

Post-Renal কারণের মধ্যেঃ Posterior Urethral valve, PUJ Obstruction, UVJ Obstruction, Tumour Stone, Neurogenic Bladder etc.

এতগুলা কারণের যেগুলো আমাদের সাধারণ মানুষের জানা দরকার, সেগুলো সম্মন্ধে কিছুটা আলোচনা করবো।

ডায়রিয়া ও বমিঃ ডায়রিয়া ও বমি হলে শরীর থেকে প্রচুর পরিমান পানি ও লবন বের হয়ে যায়।কিডনী প্রস্রাব তৈরির জন্য পর্যাপ্ত পানি পায়না ফলে Kidney Injury হয়।

রক্তপাতঃ অতিরিক্ত রক্তপাত হলেও একইভাবে Acute Kidney Injury হয়।

Nephrotoxic Agent: অর্থাৎ কিডনির জন্য ক্ষতিকর পদার্থ গ্রহন ।এই পদার্থ কিংবা ওষুধগুলো আমাদের জানার দরকার ।যেমন – ব্যথানাশক ওষুধ ডাইক্লোফেন আমরা হরহামেশাই খাই।এটা Nephrotoxic drug. আমরা যেসব ওষুধ খাই বা ইনজেকশন হিসেবে গ্রহন করি ,সেগুলোর একটি নির্দিষ্ট ডোজের চেয়ে বেশি ডোজ ব্যবহার করলেও Kidney injury হতে পারে । আমাদের দেশে ইচ্ছেমতো

দোকান থেকে ওষুধ কেনা যায় ।যার কারণে কত মানুষ যে না জেনে নিজের ক্ষতি করছে তার কোনো ইয়ত্তা নেই। শিশু চিকিৎসার অন্যতম কঠিন দিক হচ্ছে ওষুধের ডোজ মুখস্থ করা।এ কারণে অনেক ডাক্তার আছেন ,যারা শিশু বিশেষজ্ঞ হতে চেয়েও Dose মুখস্থ করার ভয়ে আর হতে পারেননি।যেসব ডাক্তার এ ব্যাপারে সচেতন তারা সাধারণত শিশুবিষেশজ্ঞের কাছে রেফার করেন।কিন্তু আমাদের দেশে সর্বরোগের চিকিৎসক আছেন কোয়াক এবং গ্রাম্যডাক্তার নামে যারা কোনো দিন ডাক্তারি পেশায় লেখাপড়া না করেই এক দিনের শিশু থেকে ১০০ বছরের বুড়োদের হরদম চিকিৎসা করে যাচ্ছেন।সেই চিকিৎসার ফলে কত মানুষ ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ,সে জন্য কারো চিন্তাও নেই জবাবদিহিতাও নেই।

ভুল ওষুধ প্রয়োগের একটা উদাহরণ না দিয়ে পারছিনা। এক বিষেশজ্ঞ ডাক্তার এক শিশুকে ডায়রিয়ার চিকিৎসা হিসেবে Maprocin নামের Ciprofloxacin গ্রুপের ওষুধ লিখেছেন আর দোকানদার সেটা পরিবর্তন করে রোগীকে দিয়েছেন Naprosyn ,যা একটি শক্তিশালী ব্যাথানাশক Naproxen গ্রুপের।ফলাফল যা হওয়ার তাই ।একে তো শিশুর ডায়রিয়া ,তার ওপর ব্যাথানাশক ভুল ওষুধ। শিশুর প্রস্রাবের রাস্তা দিয়ে অনবরত রক্ত বের হচ্ছিল একদিন পর থেকেই ।

প্রায়ই দেখি জ্বর কমানোর জন্য Diclofen Suppository দেওয়া হয় । জ্বরের সময় এমনিতেই Kidney Injury হওয়ার আশঙ্কা থাকে ,তার ওপর Diclofen ব্যাবহার করলে সেটার সম্ভাবনা অনেক গুন বেড়ে যায় । এ ছাড়া কীটনাশক ,খাদ্যবস্তুতে ক্ষতিকর পদার্থ মেশানো, ম্যালেরিয়া, সাপের কামড়, মৌমাছির কামড় , Septicemia থেকেও Acute Kidney Injury হতে পারে ।

লক্ষণ

- যদি হঠাৎ করে প্রস্রাবের পরিমাণ ০.৫ মিলি/কেজি/ঘন্টার চেয়ে কম হয় ১২ ঘন্টা ধরে ।অর্থাৎ ১০ কেজি ওজনের শিশু যদি ১২ ঘন্টায় ৬০মিলির কম প্রস্রাব করে ।অনেক সময় প্রস্রাব বেশী হলেও Acute Kidney Injury হতে পারে ।
- শরীর ফুলে যাওয়া ;
- রক্তচাপ বেড়ে যাওয়া বা খুব কমে যাওয়া ;
- ফ্যাকাশে হয়ে যাওয়া ;
- শ্বাসকষ্ট হওয়া ;
- খিঁচুনি হওয়া ;
- শরীরের তাপমাত্রা অত্যন্ত বেড়ে যাওয়া বা অত্যন্ত কমে যাওয়া ;
- বমি বমি ভাব;

করণীয়

- প্রথমত যেসব কারণে AKI (Acute Kindey Injury) হয় সেগুলো থেকে দূরে থাকা;
- ডায়রিয়া বা বমি হলে তরল পানীয় এবং ওরস্যালাইন খাওয়ানো ।
- জ্বর হলে তরল খাবার বেশী বেশী খাওয়ানো ;
- অনেক রক্তপাত হলে দ্রুত ভালো হাসপাতালে যোগাযোগ করা;
- কিডনির জন্য ক্ষতিকর এমন খাবার পরিত্যাগ করা ;

- শিশুদের বয়স ও ওজন অনুযায়ী ওষুধ দেয়া;
- বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের চিকিৎসা পত্র হুবহু মেনে চলা ,অর্থাৎ ফার্মেসি /কোয়াক থেকে ওষূধ পরিবর্তন না করা ;
- রক্ত আমাশয়ের পর প্রস্রাব বন্ধ হয়ে গেলে দ্রুত শিশু কিডনি বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের সাথে দেখা করা;
- অনেক সময় প্রস্রাব হচ্ছে না দেখে ছোট ক্লিনিকগুলো অনেক স্যালাইন শিরায় পুশ করে হার্ট ফেইলিউর করে ফেলে ।এ জন্য আমাদের ডাক্তারের বিশেষ তত্ত্বাবধানে শিরায় স্যালাইন দেয়া উচিত ।
- মৌমাছি,সাপ বা বিষাক্ত কীটপতঙ্গ কামড় দিলে দ্রুত ভালো মেডিক্যাল সেন্টারের চিকিৎসা নেয়া।
- সর্বোপরি রোগীর অবস্থা মরণাপন্ন হওয়ার আগেই শিশু কিডনি চিকিৎসা সমৃদ্ধ হাসপাতালে রেফার করা ।

চিকিৎসা

- কী কারণে Kidney Injury হলো ,সেটি বের করে সেই রোগের চিকিৎসা দিতে হবে ।
- Kidney Injury হলে শিরায় স্যালাইন দেয়া ,
- ক্ষণে ক্ষণে রোগীর রক্ত পরীক্ষা করে রোগীর অবস্থা যাচাই করা ।
- রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখা
- যেসব ওষুধ কিডনির জন্য ক্ষতিকর তা একই সাথে প্রয়োগ না করা বা করতে হলে Dose Adjust করে দেয়া ।
- প্রয়োজন হলে Dialysis করা ,সেটা পেরিটোনিয়াল ডায়ালাইসিস হোক অথবা হিমোডায়ালাইসিস হোক ।

উপসংহার

পরিশেষে আসুন আমরা সবাই সচেতন হই ।আমাদের দুটি কিডনির যত্ন নিই ।কারণ একবার Kidney Injury হলে প্রাথমিকভাবে ভালো হয়ে গেলেও পরবর্তী কালে ধীরে ধীরে তা বিকল হতে পারে ।আমরা যারা শিশুদের ডাক্তার ,তারা ওষুধ প্রেসক্রাইব করার সময় ওষুধের ডোজে কিডনির ওপর কতটুকু প্রভাব পড়বে তা চিন্তা করে ওষুধ লিখব ।

সবার কিডনি সুস্থ থাকুক ,বিশেষ করে আমাদের সোনামণিদের –এই কামনা রইল।

ডাঃ মোঃ আজিজুর রহমান
এমবিবিএস, এমডি (শিশু কিডনি)
Clinical Fellow, NUH, Singapore
শিশু কিডনি রোগ বিশেষজ্ঞ
aziz44rmc@gmail.com